ভোরের কাগজ
তারিখ ... 15-MAY-2005
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১

মাসিক সম্মানী মাত্র ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা!

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক লাইব্রেরিয়ানদের মানবেতর জীবনযাপন

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : সরকারের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইমাম এবং স্থাপিত পাঠাগারগুলোর লাইব্রেরিয়ান পদে কর্মরত ৪ লক্ষাধিক ইমাম ও মুয়াজ্জিন নামমাত্র মাসিক সম্মানী পেয়ে নিদারুণ কষ্টে জীবনযাপন করছেন। দেশজুড়ে কর্মরত এসব ইমাম-মুয়াজ্জিন ও লাইব্রেরিয়ানের পক্ষ থেকে তাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করাসহ প্রকল্পটির জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের দাবি উঠেছে।

বৈষম্যের শিকার ইমাম -মুয়াজ্জিন শিক্ষক-লাইব্রেরিয়ানরা রাজপথে নেমেছেন —ভোরের কাগজ

জানা গেছে, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প এবং মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প ১৯৯৩ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে শুরু হয়। বিগত তিনটি পর্যায়ে এ প্রকল্পের ব্যাপক সফলতার ২০০৫ সাল পর্যন্ত এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রকল্পটির জনবলসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রী ও সাংসদরা ধর্ম প্রতিমন্ত্রীকে ডিও লেটারও দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ইমাম ও মুয়াজ্জিন, শিক্ষক ও লাইব্রেরিয়ানরা আগামী ডিসেম্বরে প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই তা বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছেন।

জানা গেছে, ইমাম ও মুয়াজ্জিন সম্প্রদায়ের সম্মানী হিসেবে সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটির মাধ্যমে মাত্র ৩০০ থেকে ১০০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ফলে এসব ইমাম ও মুয়াজ্জিন কোনো মতে ও নিদারুণ কষ্টে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন।

সরকার ইমামদের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প বর্তমান তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত ২০০০-২০০১ থেকে ২০০৪-২০০৫ পর্যন্ত চালু রেখেছে। অবহেলিত ইমামরা ঐ প্রকল্পের আওতায় গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকতা করে প্রতি মাসে আরো মাত্র ৭০০ টাকা সম্মানী পেয়ে থাকেন। এটাও একজন ইমামের পক্ষে খুবই নগণ্য। তাই সংশ্লিষ্ট ইমাম ও শিক্ষকের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে শিক্ষকতার জন্য মাসিক সম্মানী কমপক্ষে ১ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকায় উন্নীত করার দাবি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচালিত 'মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের' অধীনের উপজেলাভিত্তিক শত শত মসজিদ পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। এতে লাখলাখ টাকার বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এসব মসজিদ পাঠাগারগুলোও মসজিদের ইমামরা বিনা পারিশ্রমিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে সরকার মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি জেলায় ৮টি জীবন ব্যাপী পাঠাগার ও ৩টি করে মডেল পাঠাগার স্থাপন করেছে। ঐ পাঠাগারসমূহের লাইব্রেরিয়ানদের জন্য মাসিক সম্মানী মাত্র ৭০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে। যা একজন লাইব্রেরিয়ানের জন্য খুবই নগণ্য। একজন লাইব্রেরিয়ানের মাসিক সম্মানী কমপক্ষে ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত। সেই সঙ্গে মসজিদভিত্তিক যে সকল মসজিদ পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে ঐসব পাঠাগার পরিচালনাকারী ইমাম ও লাইব্রেরিয়ানের মাসিক সম্মানী কমপক্ষে ১ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি উঠেছে।

এদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমের শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, মসজিদের ইমাম, মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দসহ জনগণ গত ৮ মে শরীয়তপুর ডাকবাংলো চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প রাজস্ব খাতে বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল মজিদ খানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা নুরুজ্জামান, মাওলানা আক্তার হোসেনসহ বিভিন্ন মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দ।